দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ : বৈষম্য বিলোপ আইন

গত ১৬ জুলাই ২০১৪, *প্রথম আলোর* আয়োজনে 'দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ : বৈষম্য বিলোপ আইন' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আলোচকদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে এই ক্রোড়পত্রে ছাপা হলো।

সহযোগিতায় বাংলাদেশ দলিত পরিষদ ও পরিত্রাণ

পরিত্রাণ PARITTRAN

European Union

আলোচনা

আব্দুল কাইয়ুম : সংবিধানে সব মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ধর্মীয় উৎসবে, কৃষ্টি দাবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল জায়গাগুলো ইত্যাদি সমাজের অধিত জনগোষ্ঠীকে প্রতি পদে বাধাগ্রস্ত করছে। সব মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হলে কোনো গণতান্ত্রিক সমাজের অগ্রগতি নিশ্চিত হতে পারে না। এ জন্য তাদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে নীতিনির্ধারণী মহলকে সচেতন থাকতে হবে। শুধু আইন নয়, একই সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে। আলোচনায় এসব বিষয় আসবে। এখন আলোচনা করলেন মিজানুর রহমান।

মিজানুর রহমান : দেশে দলিতদের অবস্থান মোটেই সন্তোষজনক নয়। দীর্ঘদিন এ বিষয় নিয়ে আন্দোলন করছি। সংবিধানে কোনো বৈষম্যের স্থান নেই। তার পরও সমাজের প্রতি স্তরে বৈষম্য রয়েছে। দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যের যে রূপ, সেটি খুবই মর্মান্তিক। এটা মানুষের মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে। জয়পুরহাটের একটি ঘটনা আমাদের ব্যথিত করেছে। রাজিনাস সম্প্রদায়ের একজন আইনজীবী তাঁর সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে নিয়ে আইনজীবীদের ব্যাংকোয়েটিংয়ে খাওয়ার সময় যেসব গ্লাস ও খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলো বন্ধ করে ওই আইনজীবীর বাড়িতে পাঠানো হয়

মিজানুর রহমান

> দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যের যে রূপ, সেটি খুবই মর্মান্তিক। এটা মানুষের মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে

এবং তাঁকে মূল্য পরিশোধ করতে বলা হয়। কারণ, জন্য আইনজীবীরা এসব খাদ্যদ্রব্যাদি ব্যবহার করলেন না। আজ একবিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের ঘটনা টিকে কেন যাচ্ছে? ২০০২ অথবা ২০০৩ সালে কিছু তরুণ আইনজীবীসহ বীরগঞ্জে গিয়েছিলাম একটি গবেষণা করতে। সেখানেও চিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এসব ঘটনার মধ্যে যে সত্য লুকিয়ে আছে, সেটা চরম অমানবিক ও বেদনার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, আইন কমিশন, দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংগঠনসহ সবাই মিলে একটি পজিশনলি আইন করার উদ্যোগ নিই। কয়েকটি পরামর্শ সভার পর আইন কমিশনের সম্মতিতে বৈষম্য বিলোপ আইনের খসড়া প্রস্তুত করি। আইন কমিশনের উদ্যোগে সর্বশেষ আরেকটি পরামর্শ সভায় আরও বিস্তৃত আলোচনা-বিশ্লেষণ করে চূড়ান্ত খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ের জন্য দেওয়া হয়। এখন আমাদের প্রত্যাশা, দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইনটি পাস হবে।

মিলন দাস : আমি দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। জীবনের প্রতি পদে বৈষম্যের শিকার হচ্ছি। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় একবার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে একটি মিষ্টির দোকানে খেতে যাই। আমাকে কাগজে খাবার দেওয়া হয়। হাতে পানি দেওয়া হয় না। মামার বাড়ি যাব বলে চুল কাটতে গিয়েছি। নাপিত খালি জগার পর চুলের এক পাশ কেটে আর কাটল না। অবশেষে মাথা ন্যাড়া করে আমার বাড়ি যাই। এতদূরে আজ পর্যন্ত বৈষম্যের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। ২০০৫ সালে হামিদা বোরেন, যেখানছাত্র ঠাকুরতা আমাদের সমস্যা দেখতে আসেন।

এ সময় থেকেই বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়নের আন্দোলন করতে থাকি। তখন এটাকে সাহসীকতা, ঘণোর ও সুনাম অর্জনের সমস্যা হিসেবে দেখেছি। আজ জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। আমরা শিক্ষা, চাকরি ও ব্যাবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করলেও ঘৃণার জায়গা থেকে মুক্তি পাচ্ছি না। দেশে আমাদের মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়। অথচ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ অর্জন করেছি। কিন্তু শিক্ষা বেশি দূর চালিয়ে নিতে পারছি না।

মিলন দাস

> আমরা শিক্ষা, চাকরি ও ব্যাবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করলেও ঘৃণার জায়গা থেকে মুক্তি পাচ্ছি না। দেশে আমাদের মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়

লোকজন বলে, 'মুচির ছেলে, লেখাপড়া শিখে ব্যারিষ্টার হবে!' মানুষ আমাদের পেশাকে ঘৃণা করে। অবিচারে জীবনে বেঁচে থাকব, সেটা নিয়ে শঙ্কার মধ্যে আছি। দলিত নারী ও শিশুদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ন্যায়বিচার পাই না। বিভিন্ন সময়ে উত্ত্যক্তের দুর্ঘটনার মধ্যে পড়তে হয়। শিক্ষা, চাকরিসহ সব ক্ষেত্রে সমাজের সঙ্গে বসবাসের নিশ্চয়তা চাই। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে আরও সোচ্চারপনীল হতে হবে।

বিকাশ কুমার দাশ : ২০০৮ সালে ড. কামাল হোসেনের উপস্থিতিতে সাংস্কৃতিকার তালা উপজেলায় একটি গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে দলিত ও বঞ্চিত সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি ছিল। এখান থেকে বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন, শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে পৃথক বরাদ্দের ১৫ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল। পরে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনসহ অন্যদের সহযোগিতায় আইনের একটি খসড়া প্রণয়ন করি।

আমাদের অধিকার হরণের অনেক ঘটনার মধ্যে কেবল দু-একটি উল্লেখ করতে চাই। যশোরের বাঘারপাড়ার ধলডাঙে একটি চায়ের দোকান আছে। এখানকার অধিগোষ্ঠিত বাসদারাজ লোকেরা এ দোকানে যা খেতে দেওয়া হয় না। একপর্যায়ে অধিগোষ্ঠিত লোকজন দলবেঁধে যা খেতে যায়। তখন বাজারের বণিক সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি)

বিকাশ কুমার দাশ

> দলিত সম্প্রদায়ের রোগীদের স্থানীয় চিকিৎসকেরা কাছে আসতে দেন না। রোগীরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। চেয়ারা দেখে ও কথা শুনে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেন

চেয়ারম্যান সেখানেস্থানে আক্রমণ করেন। এ ঘটনার জের ধরে আমাদের মা-বোনদের সম্ভ্রমহানি হয়। নাড়ীদের আশঙ্কায় চরের দলিত সম্প্রদায়ের রোগীদের স্থানীয় চিকিৎসকেরা কাছে আসতে দেন না। রোগীরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। চেয়ারা দেখে ও কথা শুনে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেন। বৈষম্যমূলক ঘটনার তদন্ত দেশে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধির নিশ্চিত করতে হবে। বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে আমরা সব ধরনের বৈষম্য থেকে মুক্তি পেতে চাই।

শামিম আলম : সমাজে মানুষের মধ্যে বৈষম্য মেনে নেওয়া যায় না। তার পরও দলিত, হরিজন ও আদিবাসী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আন্দোলনের ফলে বৈষম্য বিলোপ আইন হয়তো পাস হবে; সরকারের নিক থেকে চাকরি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের জন্য কিছু অধিকার ফিরে এসেছে। ২০০৮ সালে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে বৈষম্য বিলোপ আইনকে জনসাধিতে পরিণত করা হয়েছে। দলিত জনগোষ্ঠী সব সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে থেকে পারে না। তাদের ঘৃণা করা হয়। বিভিন্নভাবে অপমানের শিকার হতে হয়। আজকের এ আধুনিক যুগে এসব বৈষম্য টিকেই রয়া যায় না।

বৈষম্য বিলোপ আইনের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, নাগরিক সমাজ, আইন কমিশন সবাই খসড়া করেছে। এসব খসড়া মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আইনের রূপ দেওয়া হয়েছে। একবার একটা আইন হলে বহু বছর লেগে যায় তার সংশোধনে আনতে। তাই আইনের মধ্যে কোনো দুর্বলতা থাকলে গুরুত্বই সেটা ঠিক করা প্রয়োজন। এ আইনে দলিত ব্যক্তিদের বৈষম্যের বিষয়টি যত জোরালোভাবে এসেছে, অন্য বঞ্চিত সমাজের বৈষম্যগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে। আদিবাসী, বেদেসহ আরও কিছু জনগোষ্ঠী বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। তাদের এ আইনের মধ্যে আনা জরুরি। বৈষম্য বিলোপ আইনটি সঠিকভাবে করতে পারলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের মর্যাদা বাড়বে।

শামিম আলম

> আইন প্রয়োগকারীদের মন-মানসিকতায় বিপ্লব পরিবর্তন আনতে হবে। তা না হলে কোনোভাবেই এ আইন কাজে আসবে না

জনগোষ্ঠীর বৈষম্যের বিষয়টি যেভাবেই আসেনি। আইনটি চূড়ান্ত হওয়ার আগে আইন কমিশন বিষয়টি বিবেচনা করবে বলে আশা করি। কোনো বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেন এ আইন থেকে বাদ না যায়, সে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। কিন্তু আইন প্রয়োগকারীদের মন-মানসিকতায় বিপ্লব পরিবর্তন আনতে হবে। তা না হলে কোনোভাবেই এ আইন কাজে আসবে না। আমরা একটি বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখি।

সুষমা রানী দাস : আমরা দিন-রাত বিভিন্নভাবে অপমানিত হতে থাকি। এ অপমানের যেন কোনো শেষ নেই। একদিন একটি ফলের দোকানে দাঁড়িয়ে আছি। অন্য সম্প্রদায়ের একজন কাঁটাল কেনার জন্য পোকায় খাওয়া একটি কাঁটাল ধরেছে। তখন পাশ থেকে একজন বলছে, 'পোকায় খাওয়া

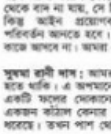

সুষমা রানী দাস

> মুচিপাড়ার ছেলেটি মাদ্রাসার প্রতিকার চাওয়ায় অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন আমাদের মারবাড়ি ভেঙেছে

কাঁটাল মুচিরা খায়। তুমি কেন এটি কিনছ?' এটা শুনে খুব কষ্ট পেলাম। পরে দেখলাম, আমাদের সম্প্রদায়ের লোক নয়, এমন একজন কাঁটালটি কিনে নিল। একদিন মুচিপাড়ার একটি ছেলেকে অন্য সম্প্রদায়ের একটি ছেলে মেরেছে। মুচিপাড়ার ছেলেটি মাদ্রাসার প্রতিকার চাওয়ায় অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন আমাদের মারবাড়ি ভেঙেছে, নারী-পুরুষদের নির্যাতনের শিকার করেছে। অনেকে ভিন্ন জেলেসিন থেকে গিয়েছি, আমাদের দেখে কয়েকজন খাওয়া ফেলে দৌড়িয়ে এসেছে। পরে জানতে পারি, আমি অমি হওয়ায় তারা আমার পাশে খাবে না। আমার ছেলে ডাক্তারি পাশ করেছে। মেয়ে এসএসসি পাশ করে নার্সিং পেশায় প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এর পরও যদি অপমান সয় করতে হয়, এর থেকে কষ্টের আর কী হতে পারে। আমাদের এই অপমানের যেন অবসান হয়, এটিই আমার চাওয়া।

রতন দাস : মুচিদের নিয়ে সমাজে ১০০ অপমানজনক প্রবাদ আছে। এমন অবস্থায় একটা জনগোষ্ঠী কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? স্বপ্ন ছিল একজন শিক্ষক হওয়ার। শিক্ষক হওয়ার জন্য যতটুকু

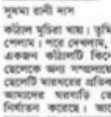

রতন দাস

> ৪৬টি স্কুলে চাকরির জন্য পরীক্ষা দিয়েছি। একটা জায়গায় এসে বারবার থেমে যেতে হচ্ছে—আমি দলিত জনগোষ্ঠীর সদস্য

যোগ্যতা দরকার, তা অর্জন করেছি। এ পর্যন্ত ৪৬টি স্কুলে চাকরির জন্য পরীক্ষা দিয়েছি। একটা জায়গায় এসে বারবার থেমে যেতে হচ্ছে—আমি দলিত জনগোষ্ঠীর সদস্য। আমি বলি, আমি মহেশ্বর দাস নই, মুচি নাম। যখন জাত জানতে পারে, তখন আর চাকরি হয় না। প্রতিটি স্কুলে ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। কয়েকটি স্কুলে নিন্দা পরনাম্ব ধীবনিন্দ পড়িয়েছি। দুঃখের বিষয়, সেসব স্কুলেও চাকরি হয়নি। সরকারি প্রাথমিক স্কুলে আজিনার পরীক্ষা দিয়েছি। নাম জানার পর আর কিছু জানতে চায় না।

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে দুবার পরীক্ষা দিয়েছি। পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের কয়েকবার পরীক্ষা দিয়েছি। এখনো কেড়ে পড়িনি। চেষ্টা চালিয়ে যাব। কোনো কোনো স্কুলে প্রথম হওয়ার পরও চাকরি হয়নি। শিক্ষকতার স্বপ্ন আমার মন থেকে কোনো দিনও ঘুচে যাবে না। যারা নারী। বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্তে কখনো যদি কেউ শিক্ষকতার জন্য ডাকে ছুটে যাব।

মেঘনাগুহ ঠাকুরতা : দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংসদে আইনটি পাস হোক। সংবিধানে সব মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সমাজে এর কোনো চর্চা দেখি না।

মেঘনাগুহ ঠাকুরতা

> একটি ভালো আইন সমাজ থেকে কেবল অপরাধ দূর করে তা নয়, সমাজে একটি মূল্যবোধও প্রতিষ্ঠা করে

সমাজ থেকে বৈষম্য বিলোপ করতে হলে কিছু পরিপূরক আইনের দরকার। তাই বৈষম্য বিলোপ আইনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একটি ভালো আইন সমাজ থেকে কেবল অপরাধ দূর করে তা নয়, সমাজে একটি মূল্যবোধও প্রতিষ্ঠা করে। আইনের প্রয়োগ নিয়ে সবাই সংশয়ের কথা বলেছেন। এ ক্ষেত্রে আমারও সংশয় রয়েছে। আইনের সঠিক প্রয়োগের জন্য সমাজে একটি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মূল্যবোধ তৈরির সবচেয়ে ভালো মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৈষম্যবিরোধী সেল থাকা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। গণমাধ্যম বঞ্চিতদের পক্ষে থাকে, এমন একটি নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে

- বৈষম্যমূলক ঘটনার তদন্ত সেলে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে
- প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৈষম্যবিরোধী সেল থাকা প্রয়োজন
- আইনের মধ্যে প্রতিটি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা দরকার

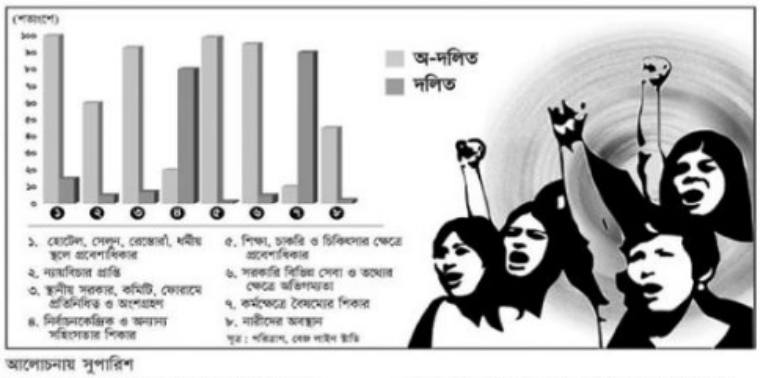

আলোচনায় সুপারিশ

- আমাদের প্রত্যাশা, দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইনটি পাস হবে
- শিক্ষা, চাকরিসহ সব ক্ষেত্রে সম্মানের সঙ্গে বসবাসের নিশ্চয়তা চাই
- কোনো বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেন এ আইন থেকে বাদ না যায়, সে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে
- দলিতরা ঐতিহাসিকভাবে অধিচারের শিকার। তাই রাষ্ট্র যেন দলিত ও বঞ্চিতদের পক্ষে থাকে, এমন একটি নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে
- বৈষম্যমূলক ঘটনার তদন্ত সেলে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে
- প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৈষম্যবিরোধী সেল থাকা প্রয়োজন
- আইনের মধ্যে প্রতিটি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা দরকার

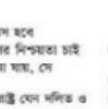

সেরেজা টারণা

> বর্ণবৈষম্য সবচেয়ে খারাপ একটি বৈষম্য। এটি মানবতাকে খর্ব করে। বর্ণবৈষম্যের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে

এটি মানবতাকে খর্ব করে। বর্ণবৈষম্যের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সমাজের প্রতিটি মানুষের সম্মানের সঙ্গে বসবাস করার অধিকার আছে। মানুষ হিসেবে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে তার প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা দিতে হবে। স্থানীয় বাংলাদেশে কোনো মানুষ যেন বর্ণবৈষম্যের শিকার না হয়, সে জন্য দ্রুত আইনটি পাস করা প্রয়োজন। প্রতিটি জনগোষ্ঠী যেন তাদের সম্মানসহকারে জন্য গর্ব করতে পারে। আইনের মধ্যে প্রতিটি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা দরকার। কারণ, পরিচয়ে মানুষের সম্মান বাড়ে।

সামিয়া আক্তার : বাবার আত্মপরিচয় না থাকলে সে নিজেকে ছোট ভাবতে থাকে। দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সমাজে প্রয়োজন আছে। যেমন বাবার হোটেলে সিটের (আসন) প্রয়োজন হয়, কেউ কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে

সামিয়া আক্তার

> তারা নিজের সত্যিকার পরিচয় দিতে চায় না। কারণ, অন্যরা তার পরিচয় জেনে গেলে সে অপমানের শিকার হতে পারে

যায়, আবার বিভিন্ন কারণে সামাজিকভাবে নিজেকে পরিচিত করার প্রয়োজন হয়। এসব ক্ষেত্রে তারা নিজের সত্যিকার পরিচয় দিতে চায় না। কারণ, অন্যরা তার পরিচয় জেনে গেলে সে অপমানের শিকার হতে পারে অথবা তার উচ্চমান অর্জন নাও হতে পারে। একজন মানুষ সর্বক্ষণ নিজেকে লুকিয়ে রাখে। এ অবস্থায় তার সামাজিক অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? অতএব, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিটি মানুষ যেন মাথা উঁচু করে তার আত্মপরিচয় দিতে পারে, সে ব্যাপারে ভাবতে হবে। আমরা অনেকেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করছি। কিন্তু সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছি না। কোথায় যেন একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে। আমাদের আরও সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

অশোক দাস : বৈষম্যই যেন আমাদের নিয়তি। এ থেকে মুক্তি চাই। কিন্তুটা মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার আশায় আমাদের অনেকে পরিচয় পরিবর্তন করে ফেলেছে। অনেক ক্ষমি নিজেকে বিশ্বাস যেন পরিচয় দেয়। বেঁচে থাকার জন্য, একটু মর্যাদার জন্য

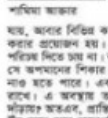

অশোক দাস

> কিন্তুটা মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার আশায় আমাদের অনেকে পরিচয় পরিবর্তন করে ফেলেছে। অনেক ক্ষমি নিজেকে বিশ্বাস বলে পরিচয় দেয়

নিজের উপাধি পাল্টাতে হয়, এর থেকে কষ্টের আর কী হতে পারে? তাই আমাদের জন্য এমন কিছু করা হোক, যাতে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারি। ১৯৯২ সালের তুমি ভর্তিলে মুচিদের 'ক্ষমি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তার পরও বিভিন্ন বই-পুস্তকে 'মুচি' শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আমাদের প্রতি সঠিক অভিগম্য করছে না। আশাবাদী সবাই আমাদের সমস্যার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন বলে আশা করি।

নির্মল চন্দ্র দাস : দেশে অনেক আইন আছে। সব আইন যে ভালো কাজ করছে, তা কিন্তু নয়। ভুল থেকেই বৈষম্য সয়া করছি। বৈষম্য নিয়েই চাকরি, শিক্ষা সবকিছু করছি। কখনো নিরাশ হইনি। আইন পাসের পর বৈষম্যের শিকার হলে

নির্মল চন্দ্র দাস

> গত অর্থবছরে আবাসনের জন্য অর্থমন্ত্রী ১০ কোটি টাকা দিয়েছেন। কিন্তু একটা ইটও বসেনি। এই টাকাগুলো কোথায় যায়

আইনের আশ্রয় নিতে পারব। আইন একটি শক্তি হিসেবে কাজ করবে। এমন একটি আইনের জন্য ধীবনিন সবাই একসঙ্গে আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছি। দলিত সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা প্রায় এক কোটি। তাদের মধ্যে হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন বেশি অবহেলিত। আমরা না থাকলে এই শহরে আপনারা কীভাবে চলতেন? শহরকে আমরাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি। আমরা যদি ভালোভাবে থাকতে পারি, খেতে পারি; তাহলে ভালো কাজ করতে পারব। আমাদের নিজস্ব কোনো ভূমি নেই। সরকারি জমিতে বাস করি। এখানেই আমাদের জন্ম ও খেতে ওঠা, এখানেই মৃত্যু। তার পরও প্রতিনিয়ত উচ্ছেদের শিকার হচ্ছি। আমরা তাহলে কোথায় যাব? গত অর্থবছরে আবাসনের জন্য অর্থমন্ত্রী ১০ কোটি টাকা দিয়েছেন। কিন্তু একটা ইটও বসেনি। এই টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে? এবার আবার ৫০ কোটি টাকা দিয়েছেন। এ টাকা দিয়েও কিন্তু হবে কি না, জানি না। দেশের অনেক উন্নতি হয়, কিন্তু আমাদের জাগের কোনো পরিবর্তন হয় না।

রেজওয়ানুল করিম : আইনটি পাস হলে দলিত সম্প্রদায়ের লোকজন একটি সফলতা অর্জন করবে। এখন সাহিত্রই সবার ওপর চাপ প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে দ্রুত আইনটি পাস হবে। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানসহ আমরা একবার জয়পুরহাটের সাবিতি হাউসে হরিজন সম্প্রদায়ের কয়েকজনের সঙ্গে নিয়ে এক টেবিলে খাবার খেয়েছিলাম। এটা স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। অনেক দিন মানুষের মধ্যে বিষয়টি আলোচনা

রেজওয়ানুল করিম

> আমরা চাইছি, মানবাধিকার কমিশন, আইন কমিশনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এ অঞ্চলে কিছু উদাহরণ তৈরি করতে

হয়েছে। স্থানীয় দলিত সম্প্রদায়ের লোকজন এর মধ্য দিয়ে একধরনের মানসিক শক্তি অর্জন করেছে। এ ধরনের কাজ বেশি বেশি হওয়া উচিত। তাহলে সমাজে এর প্রভাব পড়বে। সবার মানসিকতার পরিবর্তন আসবে। সাতক্ষীরা জেলায় দলিতরা বেশি বৈষম্যের শিকার হয়। আমরা চাইছি মানবাধিকার কমিশন, আইন কমিশনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এ অঞ্চলে কিছু উদাহরণ তৈরি করবে, যাতে মানুষের মধ্যে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

কৃষ্ণলাল দাস : বাংলাদেশে হরিজনের সংখ্যা ১৫ লাখ। আমরা পূর্বপুরুষ ও আমরা যুগের পর যুগ সিটি করপোরেশনে কাজ করছি। শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছি। কিন্তু এখনো নাগরিক মর্যাদা পাচ্ছি না। মানবেতর জীবন যাপন করছি। হরিজন নয়, এমন জনগোষ্ঠী আমাদের পাশে বসবাস শুরু করেছে। আজকে তাদের সঙ্গে এক কাতারে

কৃষ্ণলাল দাস

> শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছি। কিন্তু এখনো নাগরিক মর্যাদা পাচ্ছি না। মানবেতর জীবন যাপন করছি

নামাজ পড়তে পারি না। একসঙ্গে খেতে পারি না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারি না। প্রতিবাদ করতে গেলে আরও বেশি অত্যাচার সয়া করতে হয়। প্রায় সব ক্ষেত্রে আমরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে বাসস্থানের জন্য জমি চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের উচ্ছেদ করা হয়নি, হবেও না। তোমাদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।' তাঁর কথামতো অর্থ বরাদ্দ হয়। কিন্তু এ অর্থ কোথায় যায়, কী হয়, আমরা কিছুই জানি না।

সুফল সরকার : দলিতরা প্রমজীবী মানুষের একটি অংশ। প্রমজীবী মানুষ প্রায়ই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দলিতরা ধীবনিন যে আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছে, তা শুধু হয়নি। আজকে এ জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার আইন পাস হতে যাচ্ছে। এ গোলটেবিল বৈঠক প্রমাণ করে, বঞ্চিতরা কতখানি

সুফল সরকার

> সব সম্প্রদায়ের মানুষকেই বৈষম্য নিরসনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে

এগিয়েছে। মানুষের সব উদ্দেশ্যের কোনো আন্দোলন-সংগ্রাম ব্যর্থ হয় না। সব সম্প্রদায়ের মানুষকেই বৈষম্য নিরসনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

শান্তি মণ্ডল : সবাইকে অনুরোধ করব, আইনটি পাসের সময় যেন কোনো দুর্বলতা না থাকে। তাহলে এ আইনের মাধ্যমে আমাদের মতো দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন চলার পথ কিছুটা সহজ হবে। প্রায় সব সময় আমাদের সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার করা হয়। আমাদের এলাকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাথরুম কে যেন অপবিত্রতা করে রেখেছিল। ওই

শান্তি মণ্ডল

> অন্যের অপরাধের শাস্তি পেতে হয় আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষের। ভবিষ্যতে যেন বিনা অপরাধে শাস্তি পেতে না হয়

বিদ্যালয়ের পড়া আমাদের সন্তানদের ক্লেকে সেটা পরিষ্কার করাতো হলো। এরপরে অন্যের অপরাধের শাস্তি পেতে হয় আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষের। ভবিষ্যতে যেন বিনা অপরাধে শাস্তি পেতে না হয়। অন্যথায়ির হতে না হয়। মানুষের মর্যাদা নিয়ে যাতে বেঁচে থাকতে পারি, সে জন্য সবাই আমাদের পাশে দাঁড়াবেন।

সঞ্জীব দ্রং : বৈষম্য বিলোপ আইনের খসড়া দেখেছি। আদিবাসী আইনের খসড়ার চেয়ে আছে, বৈষম্য বিলোপ আইনের খসড়ায় সেটা নেই। যেমন দলিত ও বঞ্চিত লোকজন যে ঐতিহাসিকভাবে নির্যাতিত, বৈষম্য বিলোপ আইনের শুরুতে এ বিষয়টি থাকা উচিত, যেটা আদিবাসী আইনের খসড়ায় আছে। আমরা শেষ পর্যন্ত মানুষ। তার পরও মানুষে মানুষে কী চরম

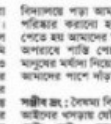

সঞ্জীব দ্রং

> আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বৈষম্যহীন একটি রাষ্ট্র নির্মাণ করা। কিন্তু আজকে রাষ্ট্রের পদে পদে বৈষম্য

বৈষম্য! দলিতরা ঐতিহাসিকভাবে অধিচারের শিকার। তাই রাষ্ট্র যেন দলিত ও বঞ্চিতদের পক্ষে থাকে, এমন একটি নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। মানুষের পরিচয় একটা বড় ব্যাপার। নিজের পরিচয়ের মধ্যে গ্লানি থাকলে সে কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বৈষম্যহীন একটি রাষ্ট্র নির্মাণ করা। কিন্তু আজকে রাষ্ট্রের পদে পদে বৈষম্য। রাষ্ট্রের ভেতর থেকে একধরনের মানবিক মূল্যবোধ তৈরি করতে হবে। আইনটি হয়তো দলিতদের বৈষম্য ও ঘৃণা থেকে রক্ষা করবে; কিন্তু তাদের ভূমি অধিকারের কী হবে? আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কী হবে? এসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে।

এম শাহ আলম : আইনের খসড়া মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছি। আইনটি এখনো হয়নি। এ ক্ষেত্রে প্রথম আলোসহ অন্যান্য গণমাধ্যমকে গুরুত্বসহকারে কাজ করতে হবে। আপনারা আইনের যেসব খসড়া আইন কমিশ